দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 22 JAN 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সরকারী স্বাস্থ্য খাতের বেহাল অবস্থা

বেসরকারী মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ নিয়ে চলছে তালবাহানা

আহমদ সেলিম রেজা

প্রতিটি সরকারই স্বাস্থ্য সেবার পূর্ণাঙ্গ অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় আসেন এবং বিভিন্ন হাসপাতালকে ২০০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করেন, জনগণের বাহবা কুড়ান। অতঃপর হাসপাতালগুলো বিছানা, বালিশ ও রোগীসর্বস্ব সেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কারণ হাসপাতালগুলোতে ডায়াগনোসিসের প্রয়োজনীয় কোন সরঞ্জাম থাকে না। লোকবল থাকে না। ডাক্তার থাকে না। নার্স থাকে না। সরকারী নিয়োগ বন্ধ থাকাতে নতুন কোন ডাক্তারও সরকারী হাসপাতালে কিংবা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে নিয়োগ পাচ্ছেন না। ফলে দিন দিন রোগী ও হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়লেও ডাক্তার, নার্সসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা বাড়ছে না। বরং দিন দিন সরকারী স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থা এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, স্বয়ং স্বাস্থ্যমন্ত্রী খোদ রাজধানীতে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে রোগী ছাড়া কোন ডাক্তার, নার্স ও ওয়ার্ডবয়েরও সাক্ষাৎ লাভ করেননি। হাসপাতালের এই চরম অব্যবস্থায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সে খবর ফলাও করেই প্রকাশিত হয়েছে। একই প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকেও। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় রোগ নির্ণয় সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গঠিত ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনে (ড্যাব)-এর প্রকল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয় রোগ নির্ণয়ক নেটওয়ার্ক (এনডিএন)-এর এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন যে, রোগ নির্ণয়ের (ডায়াগনোসিস) ক্ষেত্রের সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতার কথা প্রসঙ্গক্রমে তিনি জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বেসরকারী উদ্যোগে বেশী বেশী ডায়াগনোসিস সেন্টার গড়ে তোলার জন্যও আহবান জানালেন। এর আগেও সরকার অনুরূপ আহবান জানিয়েছিলেন। এবং বেসরকারী উদ্যোগে স্বাস্থ্য খাতে প্রভূত উন্নতিও ঘটেছে। কিন্তু বরাবরই এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের মন্ত্রণালয়। ফলে অতীতের মতো বর্তমানেও লাল ফিতার দৌরাত্মে এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে বেসরকারী উদ্যোগ এবং ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে জনগণের স্বাস্থ্য খাত। সরকারী চিকিৎসালয়গুলোতেও চিকিৎসা নেই। বেসরকারী হাসপাতাল, ডায়াগনোসিস সেন্টার, ডেন্টাল কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও একের পর এক আরোপিত হচ্ছে সরকারের নানামুখী ব্যারিয়ার।

ফলে ১৯৮২ সালে প্রণীত স্বাস্থ্য নীতিও এখন হারিয়েছে তার সকল কার্যকারিতা। এমনকি বিগত সরকারের আমলে স্বাস্থ্য খাতে গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত এখন হয়ে পড়েছে অকার্যকর। উল্লেখ্য, বিগত সরকার বেসরকারী খাতে হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার আহবান জানালে এক্ষেত্রে বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল সর্বত্র। এ সময় গড়ে উঠেছিল প্রচুর বেসরকারী মেডিক্যাল সেন্টার, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেশ কিছু বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ। সরকারের প্রাথমিক অনুমোদন নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতি তাদের কার্যক্রম চাঙ্গাও করে তুলেছিল।

বাড়ী কেনা অথবা ভাড়া নেয়া, শিক্ষাক্রম তৈরী করা, শিক্ষক-কর্মচারী, এটেনডেন্টস নিয়োগ। ছাত্র ভর্তি এমনকি কোথাও কোথাও শিক্ষাবর্ষও সম্পন্ন হয়েছে দু'একটি। এমনি সময়ে সরকার পরিবর্তিত হলো এবং কতিপয় আমলা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে শুরু করে দিলো নানা ফন্দি-ফিকির। ফলে টেবিল জমতে শুরু করল ফাইল। অবারো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল লাল ফিতার দৌরাত্ম। এখন বলা হচ্ছে নয়া স্বাস্থ্যনীতি হচ্ছে। তারপরই বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদির অনুমোদনের বিষয়টি দেখা হবে। অথচ অভিযোগ রয়েছে যে, সাম্প্রতিককালে আবেদন করেও অনেকে আলাদিনের যাদুই চেরাগের মতোই হাতে হাতে কাজ পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেডিক্যাল কলেজ কিংবা ডেন্টাল কলেজ চালু করেছে তাদের বিষয়ে শুরু হয়েছে নানা টালবাহানা। সাধারণ নিয়ম হলো বেসরকারী মেডিক্যাল বা ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা

(৭ম কলমে দ্রঃ)

৫ কঃ এর পর

করতে হলে বিধি মোতাবেক আবেদন করার তিন মাসের মধ্যে এ বিষয়ে সরকারের অভিমত আবেদনকারী কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া হবে। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, আবেদন করার পর বছর ঘুরে গেলেও কোন ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আবার এমনও ঘটছে যে, প্রাথমিক অনুমোদন পেয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে কোর্স শুরু করার পর সরকার থেকে আপত্তি তোলা হচ্ছে। অথচ সরকার নিয়ম-নীতি, কার্যপ্রণালী ও সরেজমিন তদন্ত শেষে এসব প্রতিষ্ঠানে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল বলে তারা দাবী করছে। সেক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা বিশেষ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বা আমলাদের ভূমিকা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তারা কি সরকারের স্বাস্থ্যনীতি প্রশ্নে দ্বিধা-বিভক্ত? নাকি সরকারকে জনগণের কাছে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতকে লাটে উঠিয়ে দেবার নিমিত্ত কারো কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অথবা এদেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মতো নাজুক বিষয় নিয়ে এতো টালবাহানা চালিয়ে যাবার উৎসাহ তারা পায় কোথায়? আজ সরকারকে বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হবে। এবং অবশ্যই সরকারকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবার বিকল্প যেহেতু সরকারের হাতে নেই সেক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই যেন বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবার প্রতিষ্ঠানিকরণ প্রলম্বিত না হয়। বিশেষ করে এসব প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে কোন কারণে সে সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম যেন বাধাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে এটা অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। কারণ এর সাথে শুধু ঐ প্রতিষ্ঠানটিই জড়িত নয় এর সাথে জড়িয়ে গেছে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের প্রশ্নটিও। তাছাড়া সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যখন এককভাবে পর্যাপ্ত ডাক্তার, ডেনটিস্ট, নার্স, টেকনিশিয়ান তৈরী করতে পারছে না তখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধাগ্রস্ত করার অর্থ তো হয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবার অধিকারকে খর্ব করা। সরকার বা সরকারের কতিপয় আমলাগণ নিশ্চয়ই সেটা চাচ্ছেন না? মানবিক কারণে কেউ চাইলেও এমন মানবাধিকার বিরোধী কোন পদক্ষেপ কখনো সমর্থন করা যায় না। কেউ করবে না। আমরাও করি না।